এই দেশ

বিশ্বাসের রঙ

সেলুলয়েডে বহমান বাংলার গল্প

রাকীব হাসান

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মানুষই পরাধীন। জন্মের মধ্য দিয়ে যে শিশুকে পৃথিবী গ্রহণ করে তাকে মানুষের সৃষ্টি বিশ্বাস ও কৃষ্টির মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়। এই বিশ্বাস ও অন্য মানুষের সৃষ্ট রীতি– নীতির কারণে একজন মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বুঝতেও পারে না যে, সে একটি আলাদা স্বত্ত্বা। তাকে যদি বসবাস উপযোগী অন্য কোন গ্রহে রেখে দেয়া যেত, সে সম্পূর্ণ অন্য এক জীবন, অন্য এক বিশ্বাসে বেড়ে উঠতো।

বিশ্বাস শব্দটির সংগে অলৌকিকতার পৈনিক সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বাস মানে অন্ধকারে থাকা। সেখানে আলোর কোন প্রবেশ নেই। সকল ধর্মের রয়েছে অলোকিক সব উপখ্যান। অসংখ্য কল্পকাহিনী আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কয়েক হাজার বছর আগের কিছু মানুষের আগ্রাসী মেধা। মানুষ যা কিছু বিশ্বাস করে তা তার চৌহদ্দির বাইরে থাকে। এবং এ কারণে আমরা দেখতে পাই যার চৌহদ্দি যত ক্ষুদ্র তার বিশ্বাসের রং ততো বিস্তৃত।

বাংলার মানুষের র্নিবুদ্ধিতার (সহজ সরল বলা যেতো কিন্তু এখনকার প্রেক্ষাপটে তা বোধ হয় আর সম্ভব নয়) কারণে বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন রকম বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। আমাদের বিশ্বাসের আমুল পরিবর্তন ঘটে বাংলার মুসলমানদের আগমনের পর থেকে। মাত্র কয়েকশো বছরের ব্যবধানে বাংলার মানুষের জীবন ধারণের ধরণ, প্রার্থনার সুর এবং দেহের ভংগী পাল্টে গেছে।

কিন্তু সবটাই কি পাল্টে গেছে? না, তা কখনোই যেতে পারে না। যে কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা তাদের নিজস্ব জীবন ধারনের অনেক কিছুকে ধর্মের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছে। আমাদের বাংলায়ও হয়েছে তাই। বিশেষতঃ আমাদের সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজনের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম ধর্মের সঙ্গে আমাদের হাজার বছরের কৃষ্টি জুড়ে ছিলো। এরপর থেকে শুরু হয়ে গেছে সমাজের সকল ক্ষেত্রে ভয়ংকর ডিলিট প্রক্রিয়া। আমাদের জীবন থেকে যে যতো বেশী ডিলিট করতে পারছে সে ততো বড় নেতা হয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব স্বকীয় আদল পাল্টে আমাদের সামাজিক চেহারাটা আরব দেশের আদলে নিয়ে যাওয়ার আর এক প্রক্রিয়া চলছে এখন।

আমাদের বাংলায় এখন আর তার চিরন্তন যাত্রা পালা বসে না, বৈশাখী মেলা কিম্বা বসন্ত উৎসব এখন একচেটিয়া হিন্দু ধর্মের বলে আমাদের থেকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে। বাউল আর ভাবুক বাঙ্গালীর জীবন থেকে এ কি কেড়ে নেয়া সমম্ভব?

সাইফুল ওয়াদুদ হেলালের বিশ্বাসের রং দেখে আমার এই প্রশ্নের সঙেগ অসংখ্য প্রতিধ্বনি যোগ হয়েছে। সেলুলয়েডে বাংলার বহমান গল্পের এই ৫৮ মিনিটের ছবিতে আমি পেয়ে যাই একাধারে যাত্রা পালা, বৈশাখী মেলা, বসন্ত উৎসব এবং বাঙ্গালীর প্রার্থনার আর্তি। হেলালকে আমি সাধুবাদ দেই এ কারণে যে, এমন সময়ে এ রকম একটি বিষয়কে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারার জন্য। এ তার এক অসাধারণ উত্তরণ।

বাংলাদেশ যখন মৌলবাদের আচরণে ক্লান্ত এবং লজ্জিত. তখন বাংলার এই ছবি আমাদের নতুন করে পথ দেখায়। রাম কৃষ্ণের যত মত তত পথ এর বাংলাদেশ যে হতে পারে তা এই সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে ফুটে উঠেছে। ল্যাংটা বাবার ভক্তদের সুন্দর এবং বড় সম্পদ তাদের অবাধ গ্রহণ ক্ষমতা। তারা যখন বলেন, আমাদের এই প্রার্থনায় যে কেউ তার মতো করে অংশ নিতে পারে। এখানে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তখন বাংলার আবহমান সরল সুন্দর সামাজিক রূপটিই ফুটে ওঠে।

ল্যাংটা ভক্তদের ও মৌলবাদীদের মতো উম্মাদনা আছে। আমরা যাদের ধর্মীয় মৌলবাদী বলি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নামে নিজেদের মেধায় স্থাপন করে আগ্রাসনের স্পৃহা। এই আগ্রাসনের স্পৃহায় আমরা দেখতে পাই ধংসের উম্মাদনা। কিন্তু ল্যাংটা বাবার ভক্তদের উম্মাদনা আসে কখনো নেশা থেকে কখনো মেধার বিনোদনের তৃষ্ণায়। ওরা নাচে গায়, অন্যকে আলিঙ্গন করে। এদের সমূহ বিশ্বাসে মানবতার সুর, প্রকৃতির সুর প্রকাশ পায়। এবং প্রকৃতিও যে এদের উম্মাদনার সঙ্গে সুর মেলায় তা আমরা দেখি হেলালের ক্যামেরায় যখন ঝড়ের পর্বটি আসে। হেলাল নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান, কেননা এ রখম একটি ঝড়ের প্রতিকীর জন্য অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতাকে দিনের পর দিন অপেক্ষায় থাকতে হয়। কিন্তু হেলাল তা ওখানেই পেয়ে যান।

সম্প্রতি মন্ট্রিয়লবাসীর পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সাইফুল ওয়াদুদ হেলালকে ভালোবাসার প্রতিক ক্রেষ্ট উপহার দিচ্ছেন সম্বর্ধনা কমিটির আহ্বায়ক দেশে বিদেশে সম্পাদক তাজুল মোহাম্মদ

সম্প্রতি মন্ট্রিয়লবাসীর পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন সাইফুল ওয়াদুদ হলাল। পাশে তাঁর স্ত্রী কাজী মিরা ও বাংলা টাইমসের চিফ পেট্রন মোস্তাক সরকার

হাজার হাজার মানুষের উম্মাদনার সঙ্গে প্রকৃতির উন্মাদনা যখন একাকার হয়ে যায়, তখন দেখি– এই পৃথিবী প্রাণের পৃথিবী। আর এই প্রাণ শুধুই পৃথিবীর মানুষ আর প্রকৃতি, দুই-ই প্রায় তালে আর নৃত্যে।

আমরা বিভিন্ন আড্ডায় অনেকবার একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তা হলো, অন্যান্য অনেক জাতির মতো আমাদের নাচের সংস্কৃতি নেই। এই মানুষগুলোকে দেখে বোঝা যায়। আসলে ছিলো। আমরা সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাই অন্যের সংস্কৃতি নিয়ে। নিজের যা কিছু ছিলো তাকে বুকে ধরে লালন করিনি। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমাজে কি করুনভাবে আমাদের নিজস্বতা হারিয়ে যাচ্ছে।

হেলালের তথ্য চিত্রে আমরা বাংলার যে চেহারা দেখতে পাই তা হতে পারতো সমস্ত বাংলাদেশের রূপ। কিন্তু ধর্মের আগ্রাসী হাত তা হতে দেয় নি। এই হাত শুধু পাঁচটি আঙ্গুল সমেত হাত নয়, এই হাতের আছে মৃত্যু ক্ষুধা। ধ্বংস তৃষ্ণা। তাহলে আমাদের জীবন ধারণের সামাজিক অলংকার গুলো কি হারিয়ে যাবে চিরতরে।

হেলালের ছবির মানুষগুলোর সঙ্গে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মলিক্যুলার বায়োলজির অধ্যাপককে বেমানান মনে হয়। তার উক্তির মধ্যে বিশ্বাসের রং নেই। নেই অন্যসব আয়োজকদের মধ্যেও, কেননা এদের অর্থনৈতিক অবস্থান এদেরকে অন্য বিশ্বাস দিয়েছে। ল্যাংটা বাবার আস্তানা এদের পারিবারিক পরম্পরা। তবে বিশ্বাস জেনেটিক নয় যে বংশের সকলের মধ্যে সংক্রমিত হবে।

এখানে যে সব দরিদ্র সরল মানুষের বিশ্বাস আমরা দেখি, তা তাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। যার ওপর ভর করে তারা জীবন অতিক্রম করে এদের এক বেলা খাওয়া হয়ে গেলে পরবর্তী বেলা বিশ্বাসের মতোই অন্ধকারে থাকে। এরা নিজেদের মতো করে এই ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

স্রষ্টা কোথায় থাকে। শুণ্যে। শুণ্যতায়, স্রষ্টার কোন ভিত্তি নেই। তবুও বিশ্বাস, তিনি সৃষ্টি করেছেন মহাবিশ্ব ও তার প্রাণ। কিন্তু পৃথিবীর সকল সভ্যতা, শিক্ষা-দীক্ষা, সবই মানুষের সৃষ্টি। মানুষ সৃষ্টির পরপরই স্রষ্টার সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। যে কারণে সকল ধর্মগ্রন্থই স্রষ্টা সৃষ্টি করে নিজ হাতে লিখে পাঠাতে পারেন নি। কোন না কোন মানুষকে নিয়েছেন তার প্রতিনিধি হিসেবে। এখানেই দ্বন্দের শুরু। স্রষ্টা অন্য মানুষদের কেন বিমুখ করলেন তার প্রিয়তর হতে। এবং একারণেই হয়তো এক ল্যাংটা ভক্ত বলেন, সব অলি আল্লাহ আরব কিম্বা ইরান থেকে আসা, ল্যাংটা একমাত্র আল্লাহর অলি যে এই দেশে জন্মেছেন। পাশ্চাত্যা পুরাতনী বিশ্বাসগুলোকে গ্রহণ করে আর জীবন ধারণ করে না। কিন্তু জ্ঞানতান্ত্রিক রীতিতে কেউ পুরাতনী বিশ্বাস আকড়ে থাকলে তাকে অবজ্ঞা করা যাবে না, এবং তার জন্য আইন ও রয়েছে।

হেলাল আমাদের দেশের যে দরিদ্র মানুষগুলোর বিশ্বাস আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন তা অন্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, এ বিশ্বাসে বিশ্বাসীরা মানবতা ও প্রকৃতির প্রেমিক এবং এর মধ্য দিয়েই তারা স্রষ্টাকে পেতে চান।

বিশ্বাসের রঙ আমাদের দৃষ্টি খুলে দেয় নিজের দিকে ফিরে তাঁকাতে।

হিন্দি ও ইংলিশ মুভি
ভাড়া এবং বিক্রয় করা হয়।
পান ও সুপারী পাওয়া যায়।
Free Delivery
২৪ ঘন্টাই আমাদের স্টোর খোলা

SUPER MARCHÉ ONTARIO
Grocery | Cigarettes | Fruits | Vegetables
বাংলাদেশ থেকে আগত সব ধরনের গ্রোসারী এখানে সুলভ মূল্য পাওয়া যায়।
সুপার মার্সে অন্টারিও
2330 Ontario Est, Montréal (Québec)
Tél : 514•524•4463